



## ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, রুকইয়াহ আয়াত ও দুআ-বিষয়ক গ্রন্থটির কাজ আপাতত শেষ হলো। প্রথমবার 'রুকইয়াহ' বইটি প্রকাশের পর থেকেই অনেক উদ্ভাব, বড় ভাই এবং পরিচিতরা বলছিলেন এরকম একটি সংকলন নিয়ে আসতে। কয়েক বছর পর অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে এটি এখন আপনাদের হাতে।

এই বইয়ের পেছনে জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের পরিশ্রম আছে। সংগত কারণে সবার নাম এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে না। প্রতিটি ধাপে যে মানুষগুলো সহায়তা করেছেন, আল্লাহ প্রত্যেককে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিক।

এই বইয়ের মূলত দুইটি অংশ। প্রথম অংশে 'মুখতাসার রুকইয়াহ' নামক ছোট্ট গ্রন্থের ৭ম সংস্করণ যুক্ত করা হয়েছে। যাতে নতুন কেউ উল্লেখিত আয়াত ও দুআ পড়ার পূর্বে সংক্ষেপে এ বিষয়ে ধারণা নিতে পারেন। দ্বিতীয় অংশে আছে রুকইয়াহ জন্ম প্রয়োজনীয় অনেক রকম আয়াত ও দুআ, যার প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে অল্প কথায় আয়াতগুলোর উপকারিতা ও আমলের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিদিনের হিজাজতের যিকির, দুআর আদব ও দুআ কবুলের উপায় ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো, যারা রুকইয়াহ বিষয়ে জানেন এবং নিজের বা অন্যদের জন্য রুকইয়াহ করেন, তাদের দৈনন্দিনের তিলাওয়াত ও জিকিরের সুবিধার্থে একটি কম্প্রিহেনসিভ হ্যান্ডবুক জাতীয় কিছুর ব্যবস্থা করা। এর সাথে 'মুখতাসার রুকইয়াহ' যুক্ত থাকার ফলে যারা এব্যাপারে আগে থেকে জানেন না, ইনশাআল্লাহ তারাও যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

রুকইয়াহ শারইয়াহ বিষয়ে ইতিপূর্বে অনেক লম্বা-চওড়া লেখা হয়েছে, কয়েক বছর আগেই আমাদের 'রুকইয়াহ সিরিজ' শেষ হয়েছে, এরপর খুঁটিনাটি আরও অনেক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে (আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

কৃত) “রুকইয়াহ” নামে একটি বইও প্রকাশ হয়েছে। রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি-এর ওয়েবসাইট<sup>[১]</sup> এবং ফেসবুক গ্রুপেও<sup>[২]</sup> রয়েছে অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে উল্লিখিত উৎসগুলোতে অনুসন্ধান করবেন।

এই বইয়ে কোনো সংশোধনের মতো বিষয় চোখে পড়লে নির্দিষ্টায় আমাদের জানাবেন, আমরা দ্রুত ঠিক করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এমনিতেও আমাদের চেষ্টা থাকবে নিয়মিত এই বইটির সংস্কার কাজ চালিয়ে যাওয়ার।

এই বইয়ের আলোচনাগুলো সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সংকলিত হয়েছে; তবুও যদি কারও কোনো বিষয়ে খটকা থাকে, অনুগ্রহ করে সেটা বাদ দেবেন, আর নিজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ফিকহ অনুযায়ী কেরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করবেন।

আরেকটি অনুরোধ, যারা এই বইটি পড়বেন তারা আমার জন্য দুআ করবেন, বেঁচে থাকলে যেন হিদায়াতের ওপর থাকি, আর মারা গেলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই। আমিন!

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে চাই সুলতান আবুল মুজাফফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব (বাদশাহ আলমগীর রহ.)-এর প্রতি। আল্লাহ উনার কবরকে আলোকিত রাখুন। বইয়ের পাঠকদের তিলাওয়াতের ফলে যা সওয়াব হবে, তার একটি অংশ যেন আল্লাহ উনাকেও পৌঁছে দিন। আর আল্লাহ যেন এই অঞ্চলের মুসলিমদের সুদিন ফিরিয়ে আনেন। এই কামনায়...

—আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ  
১৪.১০.২০২৩ ঈসায়ি

[১] ওয়েবসাইটের ঠিকানা [www.ruqyahbd.org](http://www.ruqyahbd.org)—এখানে রুকইয়াহ শারইয়াহ-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, তফসীল, জ্যাপস, হাদিথ-তিহতিথ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তিনিসংস্করণ পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

[২] রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের ঠিকানা [facebook.com/groups/ruqyahbd](https://www.facebook.com/groups/ruqyahbd)—এখানে মানুষেরা মিল মিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, একে অপরকে সহায়তা করে এবং সৈয়দ রুকইয়াহ করার প্রয়োজনে উদ্দেশ্যধারণের পরামর্শ দেয়।

## মুচিপত্র

### প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়	: রুকইয়াহ পরিচিতি	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	: রুকইয়ার গোসল এবং অতিও রুকইয়াহ	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	: বদনজর সমস্যা	২০
চতুর্থ অধ্যায়	: জিনের আছর	২৩
পঞ্চম অধ্যায়	: বাড়িতে জিনের উৎপাত থাকলে করণীয়	২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	: জাদুগ্রন্থ	৩০
সপ্তম অধ্যায়	: ওমাসওয়াসা রোগ	৩৭
অষ্টম অধ্যায়	: সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ	৪০
নবম অধ্যায়	: আল-আশফিমা ৭দিনের ভিটর রুকইয়াহ	৪৩
দশম অধ্যায়	: পরিশিষ্ট	৪৫

### দ্বিতীয় অংশ

কীভাবে রুকইয়ার আমাত ও দুআ পড়ে রুকইয়াহ করবেন		৫২
প্রথম অধ্যায়	: রুকইয়াহ শারইয়াহ : প্রসিদ্ধ আমাতসমূহ	৫৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	: রুকইয়ার উপযোগী কিছু দুআ	৭০
-	: প্রতিদিনের যিকির ও মাসনুন আমল	৮০
তৃতীয় অধ্যায়	: আমাতুশ শিফা	৯১
চতুর্থ অধ্যায়	: আমাতুস সাকিনা	৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	: সহরের আমাত (সংক্ষিপ্ত)	৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়	: নজর এবং হিংসা-বিষয়ক আয়াত	১০২
সপ্তম অধ্যায়	: আয়াতুল হারক	১১১
অষ্টম অধ্যায়	: জিন-শয়তান বিষয়ক আয়াত	১২৩
নবম অধ্যায়	: আয়াতুল খুরুজ ওয়াত-তানযিল	১৩৫
দশম অধ্যায়	: আয়াতুল ইয়াম	১৪৬
একাদশ অধ্যায়	: যিনা এবং অশ্লীলতার নিন্দা-বিষয়ক আয়াত	১৪৯
দ্বাদশ অধ্যায়	: তাদমির বা কিতাল-বিষয়ক আয়াত	১৫৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: বিভিন্ন ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু আয়াত	১৭৮
চতুর্দশ অধ্যায়	: অভিশাপ-বিষয়ক আয়াত	১৮৯
পঞ্চদশ অধ্যায়	: জাদুকরদের প্রতি অভিশাপ	১৯৪
ষোড়শ অধ্যায়	: দুআ কবুলের উপায় এবং দুআর আদব	২১৯
সপ্তদশ অধ্যায়	: আসমাউল হুসনা : আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ	২২৫



প্রথম অংশ

মুখতাসার রুকইয়াহ

রুকইয়াহ শারইয়াহর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পদ্ধতি



প্রথম অধ্যায়

## রুকইয়াহ পরিচিতি

### রুকইয়াহ কী?

রুকইয়াহ (رقية) শব্দটি মূলত আরবি, যার শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ হচ্ছে 'রুকইয়াহ' অথবা 'রুকইয়া'।

শাব্দিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুক, মস্ত্র পাঠ ইত্যাদি। আর রুকইয়াহ শারইয়াহ (الرقية الشرعية) মানে শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ। তথা কোরআনের আয়াত, হাদিসে বর্ণিত দুআ অথবা আসমাউল ছসনা পাঠ করে আল্লাহর কাছে সমস্যা থেকে মুক্তি চাওয়া।

তবে সাধারণত রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা 'রুকইয়াহ শারইয়াহ' তথা, ইসলামসম্মত ঝাড়ফুক বোঝানো হয়। অন্যকিছু (যেমন, শিরকি বা নাজায়েজ ঝাড়ফুক বা তাবিজকবচ) বোঝানো হয় না।

### আকিদা

উলামায়ে কেরামের মতে রুকইয়াহ করার পূর্বে এই আকিদা স্পষ্ট হওয়া উচিত 'ঝাড়ফুক বা ঝাড়ফুককারীর আরোগ্য দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার, আল্লাহ চাইলে শিফা হবে, নইলে নয়।'

## শরঈ বিধান<sup>[১]</sup>

বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমাকে দেখাও, রুকইয়াতে যদি শিরক না থাকে, তাহলে সমস্যা নেই।”<sup>[২]</sup>

এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে ফকিহরা বলেন রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার জন্য তিন শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক, যথা :

১. (যা পড়বে বা করবে) এতে কোনো শিরক বা কুফরের সথিমিশ্রণ না থাকা।
২. এখানে পাঠ করা জিনিসগুলো স্পষ্ট আরবি ভাষায় হওয়া। যদি অন্য ভাষায় হয়; তবে এর অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাওয়া।
৩. বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই সুস্থ করেন, ঝাড়ফুঁকের কোনো শক্তি নাই।<sup>[৩]</sup>

### রুকইয়ার বিভিন্ন প্রকার

সুন্নাহসম্মত রুকইয়াহ কয়েকভাবে করা হয়, যেমন : দুআ-কালাম পড়ে ফুঁ দেওয়া, মাথায় বা আক্রান্ত স্থানে হাত রেখে দুআ পড়া, কিছু না করে শুধু দুআ বা আয়াত পড়ে সুস্থতা কামনা করা ইত্যাদি। হাদিস থেকে দুটি উদাহরণ দেখা যাক—

১. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের কারও কারও ওপর এভাবে ঝাড়ফুঁক করতেন, তখন হাত বুগিয়ে দিতেন আর পড়তেন,

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، إِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

[১] রুকইয়াহকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করেন। কেউ বলেন পরিহাসসম্মত চিকিৎসা, কেউ বলেন সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা। বিবরণকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, একটা বিবরণ মাথার রাখা জরুরি। তা হলে, রুকইয়াহ এর মূল কনসেপ্ট সুন্নাহ থেকে গৃহীত হলেও সাবাইকভাবে এতে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতি সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। যেমন, অনুকৃত সূরার অনুকৃত আয়াত এতদূর পড়তে হবে ইত্যাদি। এগুলো হলে মূলত আতিজা আসেন বা রাকিবের আতিজতার আসোকে প্রমাণিত বিবরণ। তাই রুকইয়াতে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতিই সরাসরি হাদিসে বর্ণিত এমন ধারণা করার সুযোগ নেই। আর এটি জরুরিও নয়। কারণ এটি এক প্রকারের চিকিৎসা, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আতিজতার উপরই নির্ভরশীল। তবে যেটাদাগে এতে যে নীতির প্রতি লক্ষ রাখা হয় তা হলে, কোনো পদ্ধতিই যাতে কুরআন-সুন্নাহের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। মূলত যারা একে ‘সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা’ নামে ব্যাখ্যা করেন, তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেন।—সম্পাদক

[২] সহিহ মুসলিম, ৫৫৪৫

[৩] কাতবিয়াহে শাদি, ৬/৩৬০; তাহজ্বল শাদি, ১০/২৪০

হে আল্লাহ! মানুষের পালনকর্তা, যন্ত্রণা নিবারণ করুন, তাকে সুস্থ করুন, আপনিই সুস্থতা প্রদানকারী, আপনার দেওয়া সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা, এমন সুস্থতা দিন যাতে কোনো রোগ বাকি না থাকে।<sup>[৩]</sup>

এ ছাড়া পানি, তেল, মধু বা অন্য হালকা কিছুতে দুআ অথবা আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে খাওয়া এবং ব্যবহার করা হয়। এসব রুকইয়াহ সহযোগী সাপ্লিমেন্ট, তাই এগুলোকে রুকইয়ার পানি, রুকইয়ার তেল ইত্যাদি বলে।

২. সাবিত ইবনু কইস রা. থেকে বর্ণিত, “তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন বাসুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে এলেন। এরপর এই দুআটি পড়েন—

«اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ»

(হে মানুষের প্রভু রোগমুক্ত করুন।)

পড়া শেষে একটি পাত্রে বাতহান উপত্যকার এক মুঠো মাটি নিলেন এবং সেখানে পানি ঢাললেন এবং এতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি সাবিত রা.-এর ওপর ঢেলে দেওয়া হলো।<sup>[৪]</sup>

চাইলে রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একসাথে অনুসরণ করা যেতে পারে, আর ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ-পথ্য ব্যবহারের সাথে সাথেও রুকইয়াহ করা যেতে পারে।

### উপকার পেতে চাইলে

রুকইয়াহ করে পূর্ণ উপকার পেতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন।

১. নিয়্যাত (কোনো সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করছেন, সেটা নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করা)
২. ইয়াকিন (এ ব্যাপারে ইয়াকিন রাখা যে, আল্লাহর কালামে শিফা আছে)
৩. মেহনত (রুকইয়াহ করতে কষ্ট হলেও সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে চালিয়ে যাওয়া)।

তবে খেয়াল রাখা উচিত, রুকইয়াহ যেহেতু এক প্রকার দুআ, তাই দুআর মতো কেউ দ্রুত উপকার পাবে, কেউ দেরিতে পাবে। আর কেউ দুনিয়াতে পুরোপুরি সুস্থ হবে না; তবে বিপদে সবার করার জন্য আখিরাতে আল্লাহর কাছে অনেক বড় প্রতিদান পাবে।

[৩] সফির সুবাহি, ৫৩২৯

[৪] বাসুল্লাহ, ৩৮৮৫





## দ্বিতীয় অংশ

### রুকইয়ার আয়াত ও দুআ

যে আয়াত ও দুআ পড়ে রুকইয়াহ করবেন



## কীভাবে রুকইয়ার আয়াত বা দুআ পড়ে রুকইয়াহ করবেন

এই বইয়ের ভেতরে আমরা আলাদা-আলাদাভাবে জিন, জাদু ও বদনজর-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার জন্য রুকইয়ার নিয়মকানুন আলোচনা করেছি। আর এখানে সাধারণভাবে যেকোনো সমস্যার জন্য রুকইয়া করার নিয়ম আলোচনা করছি, যাতে পাঠকরা বিষয়টি সম্পর্কে সহজে স্পষ্ট ধারণা নিতে পারে।

### কীভাবে রুকইয়াহ করবেন?

কোরআন তিলাওয়াতের যথাযথ আদব বজায় রেখে এক জায়গায় বসুন। যদি রুকইয়ার জন্য পানি, মধু ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন থাকে সেগুলো হাতের কাছে রাখুন। রুকইয়ার পূর্বে অজু করে নেওয়া উত্তম। আর যদি কোরআন স্পর্শ করে পড়তে চান, তাহলে অজু করা জরুরি। যা-ই হোক, এরপর কোন সমস্যার জন্য রুকইয়া করতে চান, সেটার নিয়ত করে তিলাওয়াত শুরু করুন।

ধরে নিচ্ছি, একটি ছেলে শারীরিক-মানসিক কিংবা জিনের কোনো সমস্যায় আক্রান্ত, তার জন্য আপনি সুরা ফাতিহা এবং তিন কুল পড়ে রুকইয়াহ করবেন; তাহলে আপনি নিয়ত করুন—‘এই ছেলের এই রোগ থেকে সুস্থতার জন্য রুকইয়াহ করছি।’ এরপর তিলাওয়াত শুরু করবেন। কিংবা যাচাই করতে চাচ্ছেন, জিন-জাদু-সংক্রান্ত সমস্যা আছে, নাকি সাধারণ রোগ; তাহলে নিয়ত করুন—‘এই ছেলোটর শারীরিক-মানসিক, জিন-জাদু-নজর সব সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করছি, আল্লাহ যেন সুস্থতা দেন এবং বুঝা যায়, তার কী সমস্যা আছে।’ নিজে নিয়ত করার পাশাপাশি রোগীকেও নিয়ত করতে বলুন, এরপর রুকইয়াহ শুরু করুন।

এরপর আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে তিলাওয়াত শুরু করবেন। সুরা ফাতিহা পড়বেন, পড়ার মাঝে মাঝে রোগীকে ফুঁ দেবেন। একবার পড়ার পর চাইলে আপনি আবারও পড়তে পারেন, অর্থাৎ সুরা ফাতিহা ৩বার, ৭বার অথবা ১০বার করে পড়তে পারেন। পড়ার মাঝে মাঝে রোগীকে ফুঁ দিন। যদি চান, কয়েকটি সুরা

কিংবা ১০-১৫টি আঘাত পড়ে সবশেষে একবার ফুঁ দিতে পারেন, অথবা চাইলে ৩-৪ আঘাত পরপরও ফুঁ দিতে পারেন। এটা আপনার ইচ্ছা।

রোগীকে স্পর্শ করা জায়েজ হলে আপনি মাঝে মাঝে তার মাথায় হাত রেখে পড়তে পারেন, তাহলে উপকার বেশি হবে ইনশাআল্লাহ। শরীরের কোনো জায়গায় ব্যথা থাকলে সেখানে হাত রেখে পড়তে পারেন, অথবা পড়ার পর সেখানে ফুঁ দিতে পারেন। সেটি আপনার ফুঁ দেওয়া বা হাত রাখার উপযুক্ত জায়গা না হলে রোগীর হাতে ফুঁ দিয়ে বলতে পারেন ব্যথার জায়গাটি মাসাহ করতে।

আপনি তিলাওয়াতের মাঝে মাঝে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে খাওয়াতে পারেন, চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিতে পারেন। কিংবা তেল, মধু ইত্যাদিতে ফুঁ দিয়ে তা রেখে দিতে পারেন পরে ব্যবহারের জন্য। ফুঁ দেওয়ার সময় কয়েকভাবে ফুঁ দেওয়া যায়, একে তো সাধারণভাবে ফুঁ দেওয়া, দ্বিতীয়ত জিহ্বার আগায় সামান্য থুতু-সহ ফুঁ দেওয়া। যদি শরীরের নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় সমস্যা বা ব্যথা থাকে তাহলে সেখানে ফুঁ দিতে পারেন। অথবা রোগীর হাতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে মাসাহ করতে বলতে পারেন।

নিজের কোনো সমস্যার জন্য তিলাওয়াত করলেও মোটামুটি একই ব্যাপার। সমস্যার জন্য নিয়ত করবেন। সম্ভব হলে দুআ করবেন, কয়েকবার দরুদ ও ইস্তেগফার পড়বেন। এরপর তিলাওয়াত করবেন। মাঝেমধ্যে নিজের ওপর ফুঁ দেবেন। পাশাপাশি পাশে রাখা পানি, মধু, তেল ইত্যাদি সাল্লিমেন্টে ফুঁ দেবেন, যাতে দরকার হলে পরে ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে আধা ঘণ্টা-এক ঘণ্টা যত বেশি সম্ভব তিলাওয়াত করবেন, সবশেষে আবার দরুদ-ইস্তেগফার পড়ে, দুআ করে রুকইয়াহ শেষ করবেন।

### রুকইয়ার দুআ

কোরআনের আয়াতের পাশাপাশি সুন্দর অর্থবোধক দুআ পড়েও রুকইয়াহ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদে এটাও অনেক উপকারী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিরাল্লাহু আনছুম থেকে বর্ণিত সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনার কিছু দুআ আমরা এই বইয়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি। আপনি চাইলে তিলাওয়াতের আগেও পড়তে পারেন, আবার পরেও পড়তে পারেন। এমনকি চাইলে শুধু দুআ পড়েও রুকইয়াহ করতে পারেন, আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

রুকইয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সময়ে বেশি বেশি ইস্তেগফার করলে রুকইয়াহ করা সহজ হয়, পেশেশানি কম হয়। এ ছাড়া রুকইয়ার আগে বা পরে দুই রাকাত নফল সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করলেও উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

### পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে

তীলাওয়াতের মাঝে কিছু কিছু আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করলে উপকার বেশি হয়। কিছু ক্ষেত্রে আয়াতের একটি অংশও পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ আছে। তীলাওয়াতের সুবিধার্থে আমরা এমন অনেক আয়াত এবং আয়াতাত্মক আভারলাইন করে দাগিয়ে দিয়েছি। তবে আপনি যদি কোরআনের তরজমা ও তীলাওয়াতের ব্যাপারে অভিজ্ঞ না হন, তাহলে নিজে থেকে আয়াত ভেঙে ভেঙে পড়তে যাবেন না; বরং প্রথমে সম্পূর্ণ আয়াতই পড়বেন, এরপর সম্পূর্ণ আয়াত পুনরাবৃত্তি করবেন।

### রুকইয়ার পরে

সবানরি রুকইয়াহ করা শেষ হলে এরপর রোগী রুকইয়াহ করা ওই পানি, তেল, বা মধু ব্যবহার করবে। প্রতিদিন এক-দুইবার পানি খেতে পারে। গোসলের পানিতে তা মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারে। ঘুমের আগে রুকইয়ার পানি মিশিয়ে অজু করতে পারে। ব্যথার জায়গায় তেল ব্যবহার করতে পারে। সুস্থতার নিয়তে নিজে নিজে রুকইয়ার আয়াতগুলো তীলাওয়াত করতে পারে কিংবা তীলাওয়াত শুনতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা অনুযায়ী সেলফ রুকইয়ার বিস্তারিত পরামর্শ গ্রন্থের ভেতরে উল্লেখ করা হয়েছে।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

জিন, জাদু এবং নজরের রোগীরা যখন রুকইয়াহ করার নিয়তে কোরআন তীলাওয়াত করে তখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অর্থ এই নয় যে, তীলাওয়াত করার জন্যই কষ্ট হচ্ছে; বরং তার নিজের মধ্যে সমস্যা আছে, তাই এটার প্রকাশ ঘটছে। পক্ষান্তরে যার সমস্যা নেই, রুকইয়া করলে তার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না। এই বিষয়গুলো আমরা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এখানে মনে রাখার বিষয় হলো, গ্রন্থের মাঝে উল্লেখিত জিন-জাদু-নজরের লক্ষণগুলোর মতোই এখানেও একই বিষয়, অর্থাৎ, কোনো সমস্যা থাকলে নির্দিষ্ট আয়াত পড়া আর তার ফলে নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া—এসব বিষয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়, তাই এটাকে সকল ক্ষেত্রে ‘প্রব সত্তা মূলনীতি’ হিসেবে নেওয়া উচিত হবে না। রুকইয়াহ করলে সাধারণত এসব প্রতিক্রিয়া হয়— সে হিসেবে বিষয়গুলো বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয়ও দেখা যায়।

কখনো শরীরে থাকা জিন-শয়তান ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভিনয় করে, কখনো রোগীর স্বপ্নে বা ভ্রমের মাঝে একরকম বিষয় দেখায়; বাস্তবে সমস্যা

হয় ভিন্ন। অনেক জটিল রোগীর ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে, কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পর এবং ইস্তেগফর, দুআ, নফল সালাতের পর সমস্যাগুলো বেরিয়ে আসে।

মাননুন রুকইয়াহগুলোতে সাধারণত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়। কিন্তু এর উপকারিতা হয় দীর্ঘমেয়াদি।

তাই আবারও বলছি, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হবেন বটে, কিন্তু তিলাওয়াতের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যথেষ্ট দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপরে নির্ভরশীল হবেন না। সতর্ক থাকবেন। যেহেতু এখানে সমস্যার বড় একটা অংশই অদৃশ্য, তাই শয়তানের ধোঁকায় পড়ার ঝুঁকিও অনেক অনেক বেশি। নিজের বা সিনিয়রদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলোকে ওহির মতো নিশ্চিতজ্ঞান করবেন না। এখানে বিমত পোষণের অবকাশ রাখবেন। সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

### রুকইয়ার পাশাপাশি অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ

প্রথম রুকইয়াহ বইয়ের শুরুতে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের রুকইয়ার বেশ কিছু পদ্ধতি আলোচনা করেছিলাম। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যথাসম্ভব এমন মাননুন পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা এবং এর কাছাকাছি থাকা। জাদুকরদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা। নিজেকে সর্বদা সংশোধনের মুখোপেক্ষী মনে করা। কারণ, সুম্মাহ থেকে আমরা যত দূরে সরে যাব, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তত কমে আসবে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা ততটা ঝুঁকিতে পড়ব।

দ্বিতীয়ত, রুকইয়ার পাশাপাশি অন্য ভেজ বা সাল্গিমেন্ট ব্যবহার করলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখা যেন সেটা রোগীর জন্য ক্ষতিকর না হয়, প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করা। অথবা পানি খাওয়া, তেল মাখা ও গোসল করার মতো সাধারণ সাল্গিমেন্টেই সীমাবদ্ধ থাকা, আর ভালোভাবে রুকইয়াহ করা, অন্য কিছুতে না যাওয়া। খেয়াল রাখা, রোগীর উপকার করতে পারি বা না-পারি, ক্ষতি যেন না হয়।

আল্লাহ আমাদের বুঝার ও মেনে চলার তাওফিক দিন। আমিন।





## প্রথম অধ্যায়

### রুকইয়াহ শারইয়াহ : প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ

#### দ্রষ্টব্য :

সব সমস্যার ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা যায়। এগুলোকে রুকইয়াহ সাধারণ আয়াত, কমন আয়াত, প্রসিদ্ধ আয়াত ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়।

আপনি যে সমস্যা থেকে আরোগ্যের জন্য তিলাওয়াত করবেন, প্রথমে মনে মনে সে ব্যাপারে নিয়ত স্থির করে নিন, এরপর তিলাওয়াত শুরু করুন। রুকইয়াহ আয়াতগুলো তিলাওয়াতের সাথে (আগে অথবা পরে) কিছু দুআও পড়া ভালো। এর অনেক উপকারিতা আছে। তাই আয়াত উল্লেখের পূর্বে শুরুতে রুকইয়াহ উপযোগী অল্প কিছু দুআ উল্লেখ করা করছি। আরও দুআ পড়তে চাইলে পরের অধ্যায়ে পাবেন।

রুকইয়াহ মাঝে যেসব অংশ বারবার পাঠ করা অধিক উপকারী, তিলাওয়াতের সুবিধার্থে এমন কিছু স্থানে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে।

### রুকইয়াহর প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

১. أَعُوذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

২. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ.

৩. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

৪. بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ  
السَّيِّعُ الْعَلِيمُ.

৫. بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ  
حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

৬. بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،  
وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

৭. بِسْمِ اللَّهِ (তিনবার), اَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحْذِرُ  
(সাতবার).

৮. اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسَ، اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا  
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

৯. اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ (সাতবার).

১০. اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّيِّعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ  
وَنَفْسِهِ.

## সূরা ফাতিহা—سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾

## সূরা বাকারা—سُورَةُ الْبَقَرَةِ

الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ

﴿٣﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٤﴾

[২৯] করণামর ও পরম নরাসু আল্লাহর নামে (১) সকল প্রশংসা আল্লাহের, (যিনি) নিখিল জগতের প্রভু; (২) যিনি করণামর, নরাসু (৩) যিনি বিচার-দিনের নাসিক। (৪) (হে আল্লাহ্,) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। (৫) আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো; (৬) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ; (৭) তাদের পথে নয়, যারা (তোমার) ক্ষোভের পাত্র এবং যারা বিপথগামী।

[৫০] (১) আশিখ-শাম-নিম [এ ব্যক্তির প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহই জানে]। (২) এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, (এবং এটি) মুতাকিদের জন্য পথনির্দেশ; (৩) (যুক্তি তার) যারা অদৃশ্য (সত্যের) প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ আদার করে, আর আমি তাদেরকে যা দান করাই তা থেকে (সংকালে) ব্যত করে; (৪) যারা তোমার কাছে বা নাশিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে (অন্য নবীদের কাছে) বা নাশিল করা হয়েছিল, আর প্রতি ঈমান রাখে; আর পরকালের প্রতি তারা সত্যিমান রাখে। (৫) এ ধরনের সোকেরাই তাদের প্রভুর সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফলকাম।



وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ  
 الشَّيْطَانَ كَفَرٌ وَإِيَّاعِلْمُونَ النَّاسِ السِّحْرِ ۗ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ  
 هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمِنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  
 تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ ۗ وَمَا هُمْ  
 بِمُعَازِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ  
 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا  
 بِهِ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

وَالهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  
 الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ

[৫৫] (১০২) আর তারা (যদি ইসরাঈল) সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর শাসনামলে শরভামেরা যা-কিছু  
 (যহ) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) কোনো কুমার করেনি। বরং শরভামরা মানুষকে  
 কাদু শিক্ষা দিয়ে কুমারিতে শিঙা হরেছিল। তা হাজার (যদি ইসরাঈল) বাবিল শহরে হারুত ও মারুত নামক  
 সোপেশভারের একটি বা নাভিল হয়েছিল তার পেছনে পড়ে গেল। এ সোপেশভার কতিকে অতর্কণ পর্যন্ত কোনো  
 শিক্ষা দিত না, হতধন না বলে দিত, জানরা সেনশই পরীক্ষাবরণ (প্রেরিত হরেছি)। সুতরাং তামরা (কাদু পেছনে  
 পড়ে) কুমারি অবশ্বন করে না। অতাপি তারা তাদের থেকে এমন কিনিশ শিক্ষা করত, যা হারা তারা বাবী-শুর মরে  
 বিচ্ছেদ ঘটাত, (তবে প্রকাশ থাকে যে,) তারা তার মাধ্যমে জাহাজে ইয়া হাজার কারও কোনো ক্ষতিসাধন করতে  
 পারত না। (কিহ) তারা এমন কিনিশ শিবত, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এবং উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও  
 হারো করে জানত, যে ব্যক্তি এটা কিনিবে আবিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। বহুত তারা তার বিনিময়ে  
 নিজেদেরকে বিক্রি করেছে। তা আকি মফ, যদি তাদের (এ বিনিময়ে প্রকৃত) জ্ঞান থাকত।

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٢﴾

[১৬২]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۗ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

[১৬৩]

১৬৩

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سُبْحَانَ

[১৬২] (১৬০) হোম্যানের মানুষ একই মানুষ, তিনি হাড়া অন্য কোনো মানুষ সেই। তিনি সকলের প্রতি দয়াবন, পরন দয়াশু। (১৬১) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজন, রাত-দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব সৌখ্যে বা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিজে সাপ্তাহে করে চলে, সেই পানিতে বা আঞ্জাহ আকাশ থেকে বর্ষা করেছেন এবং তার নাথ্যে তুণিকে তার সূত্র পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীবকর হাফির নিজেছেন এবং বাতুর সিক পরিবর্তনে এবং সেই মেঘমালাতে বা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আকাশ হয়ে সেবার নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেই সকল সোফের জন্য হারা মিলেদের জান-বুদ্ধিকে কালে শাণার।

[১৬৩] (১৬২) আঞ্জাহ তিনি, তিনি হাড়া কোনো মানুষ সেই, তিনি চিরজীব, সমগ্র সৃষ্টির নিরঙ্ক, বার কখনও তহা পর না এবং নিত্রাও নয়, আকাশমণ্ডলে যা-কিছু আছে (তাও) এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে (তাও) সব তাই। কে আছে, রে তাঁর সনীগে তাঁর অনুমতি হাড়া সুপারিশ করবে?। তিনি সকল মানব পূর্ব-পশ্চাৎ সকল অবস্থা সম্পর্কে সত্যক অনগত। হারা তাঁর জ্ঞানের কোনো বিঘ্ন সিক আহতে নিতে পারে না—কেনস সেই বিঘ্ন হাড়া বা তিনি নিজে ইহা করেন। তাঁর সূত্রসি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিসেটন করে রেখেছে। আর সূত্রের তহুদধানে তাঁর বিশুমাত্র স্তই হয় না এবং তিনি স্তই উর হর্যাসালসম্র ও মহিমঘর।

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤٥﴾ لَا يُكْفِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
 وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَبَلَكُمَا عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا حَاقَّةَ لَنَا بِهِ ۖ وَأَعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ  
 لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

### سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ—سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْهَيْكَلَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابًا بِالنَّقِصِطِ ۖ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا

[১৪] (২:১৫) রাসূল (অর্থাৎ হুযরত মুহম্মদ শাহজাহাং আলহাইদী ওয়ালাজ্জাম) সেই নিয়তের প্রতি সন্মান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাজিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আজ্ঞার প্রতি, তাঁর সেরেগণত্বের প্রতি, তাঁর কিমানত্বের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি সন্মান এনেছে। (তাঁরা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের ন্যবে কোনো পার্থক্য করি না। (এখানে যে, কর্তাও প্রতি সন্মান জানব এবং কর্তাও প্রতি জানব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আজ্ঞা ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগে শব্দকরে) শুনেছি এবং তা যুগ্মভাবে পালন করছি। যে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনাদের মতবিরোধের তিব্বারি আর আপনাদেরই কাছে আমাদের বিতরে যেতে যেন। (২:১৬) আজ্ঞা কর্তাও উপর তার সাথেরে বহিরে দারিত্ব অর্পণ করেন না। তাঁর উপকার শাত যেন সে কালেই, যা সে ফেহর করত এবং তার ক্ষতিও যেন সে কালেই, যা সে জেহরে করে। (যে মুশালিমগণ,) যেমন আজ্ঞার কাছে এই দুহা করে যে, যে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জরা যদি কোনো তুল-প্রতি যত্নে যত্ন করে (সেকয় তুমি আমাদের পাকড়াও করে না। যে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি সেই রকমের দারিত্বতার অর্পণ করে না, যে রকম তার অর্পণ করেছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি)। যে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ে না, যা যেন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের প্রতিপালক মার্কনা করে, আমাদের ক্ষমা করে এবং আমাদের প্রতি দয়া করে। তুমিও আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কামির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করে।